মূল শব্দাবলী
বৈচিত্র
বিভিন্ন
উৎকৃষ্ট
মূল্যবোধ

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

17 July 2026 / 2 Safar 1448H

বৈচিত্র — উৎকর্ষ অর্জনে ঐক্যবদ্ধতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থেকে তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়াকে আরও সুদৃঢ় করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর সেইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর রহমত, মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

যখনই আমরা সুবিশাল আকাশমণ্ডলীর দিকে তাকাই, পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করি এবং মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য দেখি, তখন আমাদের চারপাশে বিদ্যমান এই বৈচিত্র্যের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহিমা ও কুদরতের কথা স্মরণ করা উচিত। সূরা আর-রূমের ২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

অর্থঃ "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।" (সূরা আর-রূম, ৩০:২২)

লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ কীভাবে মানবজাতির বৈচিত্র্যকে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁর মহান নিদর্শনসমূহের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা সন্দেহের চোখে দেখার বিষয় নয়; এগুলোকে কখনো সংঘাত, বিভেদ বা বৈরিতার কারণেও পরিণত করা উচিত নয়। বরং এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত মহাপরিকল্পনারই অংশ, যা আমাদেরকে আমাদের মহান স্রষ্টার অসীম কুদরত ও মহিমা উপলব্ধি করতে আহ্বান জানায়।

একজন মুমিনের জন্য বৈচিত্র্যের মর্যাদা উপলব্ধি করা আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। যখন আমরা প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দেখি, তখন আমাদের কথা-বার্তায় আরও সংযম ও সচেতনতা আসে, আমাদের বিচার আরও ন্যায়সঙ্গত হয় এবং অন্যদের সঙ্গে আমাদের আচরণ আরও সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

ইসলাম কেবল এ কথাই শিক্ষা দেয় না যে মানুষ বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী। বরং এই বৈচিত্র্যকে কীভাবে এমন মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিচালিত করতে হবে, যা সমাজকে উন্নত, শক্তিশালী ও কল্যাণময় করে তোলে—সেটিও ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কোনো মানুষের প্রকৃত মর্যাদা তার বংশ বা জাতিগত পরিচয়ে নয়; বরং তা নির্ধারিত হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি তার তাকওয়ার মাধ্যমে।

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসেও এ বিষয়ে আমাদের জন্য রয়েছে বহু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। এর সূচনা হয় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকেই। তিনি বিভিন্ন গোত্র, জাতি ও পটভূমি থেকে আগত সাহাবায়ে কিরামের স্বতন্ত্র যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিশেষ পারদর্শিতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন এবং ইসলামের কল্যাণে তা কাজে লাগিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আব্বাসীয় যুগে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির পণ্ডিত, গবেষক ও মনীষীরা সেখানে একত্রিত হয়ে দর্শন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ নানা শাস্ত্রে গবেষণা, অনুবাদ ও জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সেই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এমন বহু আবিষ্কার ও অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি হয়, যার সুফল মানবসভ্যতা আজও ভোগ করে চলেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, এই উৎকর্ষ কেবল বৈচিত্র্যের উপস্থিতির কারণে অর্জিত হয়নি। বরং তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ সেই বৈচিত্র্য পরিচালিত হয়েছিল ইসলামের মহান মূল্যবোধের আলোকে—জ্ঞানকে সম্মান করা, আমানতদারিতা রক্ষা করা এবং মানবসমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে। এখানেই আমাদের জন্য রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। বৈচিত্র্য তখনই আল্লাহর এক মহান নিয়ামতে পরিণত হয়, যখন আমরা ন্যায়, কল্যাণ ও উত্তম উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নিই।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা এমন দুটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপের প্রতি আলোকপাত করব, যা আমাদের বর্তমানের বৈচিত্র্যকে আগামী দিনের জন্য কাঙ্ক্ষিত এক সম্মিলিত উৎকর্ষে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করবে।

প্রথম: বৈচিত্রকে অগ্রগতির সুযগ হিসেবে দেখা

আমাদের প্রত্যেকেই একটি বৃহত্তর সমাজের অংশ। প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে স্বতন্ত্র মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। কেউ শিক্ষা প্রদান করেন, কেউ চিকিৎসাসেবা দেন, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখেন, কেউ প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিয়ে মানুষের উপকার

করেন, আবার কেউ জ্ঞান অর্জন, গবেষণা ও জ্ঞানের প্রসারে নিজেকে নিবেদিত করেন। এই বহুমাত্রিক **বৈচিত্র্য** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক মহান নিয়ামত, যা মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত।

অতএব, আমাদের পার্থক্য কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকে কখনো পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মিলিত অগ্রগতির অন্তরায় হতে দেওয়া উচিত নয়। বরং এগুলোকে আমাদের উচিত একে অপরের কাছ থেকে শেখার, পরস্পরের শক্তিকে পরিপূরক করার এবং এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা, যা তার সভ্যতা, উৎকর্ষ ও সাফল্যের জন্য প্রশংসিত হবে—যেমনটি ইসলামী সভ্যতা তার স্বর্ণযুগে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয়: সহযোগিতার মাধ্যমে রহমত ছড়িয়ে দিন

মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ) কি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হননি? সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো তার চারপাশের মানুষের জন্য রহমতের উৎসে পরিণত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এই রহমতের প্রকাশ ঘটে আমাদের কর্মে সততা, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চায় নিষ্ঠা, মানুষের সঙ্গে লেনদেন ও আচরণে ন্যায়পরায়ণতা এবং সবার কল্যাণসাধনকারী কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতার মাধ্যমে।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আসুন, আমরা আমাদের নিয়তকে নবায়ন করি—যাতে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিটি প্রচেষ্টা, সমাজের কল্যাণে প্রতিটি অবদান এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিটি

সাধনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত একেকটি ইবাদতে পরিণত হয়।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন বৈচিত্র্যকে প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচালনা করার তাওফীক আমাদের দান করেন, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের অন্তরসমূহ উন্মুক্ত করে দেন এবং আমাদেরকে তাঁর সেইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সর্বদা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِينَ. أَما بَعْدُ، فَيا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيمَا أَمَر، وَانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْه وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتابِه العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَه يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.